সময়ের মূল্য

আরিফুর রহমান খাদেম

কথায় আছে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দিতে অনেকেই জানে না। তেমনি ভাবে কবি সাহিত্যিকদের মতে, যে জাতি সময়ের মূল্য দিতে জানে না, সে জাতি কখনো উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারে না। কথাগুলো কাব্যিক মনে হলেও বাস্তবের সাথে এদের কতইনা মিল পাওয়া যায়। আমরা বাংলাদেশীরা যারা প্রবাসে অবস্থান করছি নিজ দেশ ত্যাগের সাথে সাথেই কত নিয়মের বেড়াজালেই না আবদ্ধ হচ্ছি। অর্থাৎ বাংলাদেশে আমাদের প্রতিদিন অ্যালার্মের শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠতে হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই নয়টার অফিস দশটায় শুরু করেও কোনো প্রকার জবাব দিহিতা করতে হয়নি। ঠিক একই নিয়মে পাঁচটার জায়গায় তিনটায় অফিস ত্যাগ করলেও কোনো সমস্যা হয়নি। অনেক সময় লাঞ্চ আওয়ারে বাসায় এসে খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার অফিসে ফিরলেও কোনো সমস্যা হতো না। তাছাড়া নিয়মিত বাজার করা, কোনো দিন রান্না করা, কাপড় ধোয়া, এমনকি অনেকের ক্ষেত্রে এক গ্লাস পানি পর্যন্ত টেপ থেকে এনে খেতে হয়নি। মোটকথা, নিজ দেশে আমরা অনেকটা রাজপুত্র বা রাজরাণীর মতোই জীবন-যাপন করে থাকি।

কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায়? এর ঠিক বিপরীত তাই না? প্রতিটি কাজ সময়মত করতেতো হয়ই, একইসাথে বাজার করা থেকে শুরু করে, রান্নাবান্না, এমনকি প্রতিবেলায় খাওয়ার পর নিজের প্লেটটাও নিজেকে পরিস্কার করতে হয়। ময়লা রাবিশ বিনে ফেলে আসতে হয়। অর্থাৎ সময় এবং পরিস্থিতির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে আমরা সবাই অভ্যাসের দাসে পরিণত হই। এ কথাগুলো যে শুধু আমাদের বাংলাদেশীদের বেলায়ই প্রযোজ্য তা কিন্তু নয়। পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে আগত লোকদের বেলায়ও ঠিক একই নিয়ম প্রযোজ্য। মোটকথা সবাইকেই কমবেশি সময়ের মূল্য দিতে হয়।

আমার এ সংলাপগুলো শুনার পর প্রায় সবাই বা একেবারে সবাই একমত হয়ে থাকবেন। কারণ আমি নিজেও কোনোদিন বাংলাদেশে এতসব নিয়ম-কানুন মেলে চলেছি কি-না, মনে নেই। কোনো দিন অ্যালার্মের শব্দে ঘুম থেকে জাগতে হয়নি। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে নিজ দেশ ত্যাগ করার সাথে সাথে আমরা প্রায় সর্বক্ষেত্রে এ নিয়ম-নীতিগুলো অনুসরন করার মাধ্যমে সময়ের যথাযথ ব্যবহার জানলেও কিছুকিছু ক্ষেত্রে এর মূল্যায়ন করছি না, তা ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক বা খামখেয়ালিভাবেই হোক। এ ব্যাপারে আমি আমার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি।

কয়েকমাস আগের কথা। স্থানীয় একটি ক্লাবে আমার এক বন্ধুর ছেলের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সবাইকে বলা হয়েছিল সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ উপস্থিত থাকতে। কিন্তু সময় গড়িয়ে যখন ৮টা বাজে প্রায়, তখনও দেখা গেল হাতে গোনা মাত্র ৫-৬টা পরিবার উপস্থিত হয়েছে। আমার বন্ধুর মতে অনুষ্ঠানে আসার কথা ১২০-১৪০ জনের মত। সবকিছুই রেডি, শুধু রেডি ছিল না মানুষের উপস্থিতি। কি আর করার নিরবে কোনো একপ্রান্তে বসে হাওয়া খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার একটু অদূরে বসা কিছু অষ্ট্রেলিয়ান আমার নজর কাড়ে। তারাও আমাদের মতই আমন্ত্রিত অতিথি। যদিও তাদের কথাবার্তায় আমার কান দেয়ার কথা নয়, প্রাকৃতিকভাবেই হয়তো তাদের কথার কিছু অংশ আমার কানে চলে আসে, যেহেতু তারা বাংলাদেশ বা বাংলাদেশীদের নিয়ে বলছিল। তারা একজন আরেকজনের সাথে বলছিল, সিডনিতে বাংলদেশীদের আমন্ত্রণে যে কোনো অনুষ্ঠানে আসলেই তাদের ভোগতে হয়। অতীতেও এমনটা হয়েছে, আজও হচ্ছে। একই সাথে কেউ কেউ ব্যঙ্গ বিদ্রুপও করছে। যাকে আমরা সুযোগের সদ্ব্যবহারও বলতে পারি।

তাদের এতসব কথা শুনার পরও আমাকে শুধু কথাগুলো হজমই করতে হয়েছে। এ-ই প্রথম হয়ত কেউ কেউ আমার চোখের সামনে আমার দেশ বা দেশের মানুষ নিয়ে কথা বলল, আর আমাকে নিরবে তা সহ্য করতে হল। কেউ বাংলাদেশ, দেশের মানুষ, কৃষ্টি-কালচার, ধর্ম বা জাতীয়তা নিয়ে কথা বললে আমি অন্তত এ পর্যন্ত ছাড় দেইনি। প্রতিবাদ করেছি। সুযোগ পেলে আমার দেশ, দেশের মানুষ, সমাজ এবং আতিথেয়তা সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছি বা অবগত করেছি। কিন্তু এ-ই প্রথম আমাকে পুরোপুরি চুপসে থাকতে হল। খুব খারাপ লেগেছিল তাদের কথাবলার ভাব-ভঙ্গিমা দেখে। কিন্তু যেভাবে বা যে উদ্দেশেই তারা কথাগুলো বলুকনা কেন, তাদের কথাগুলো যে সত্য ছিল সে ব্যাপারে দ্বিমত পোষন করার কোনোই কারণ নেই। তারা এসেছিল ৭টায় এবং তারা হয়ত এ্যাক্সপেক্ট করেছিল ৭:৩০ নাগাদ খাবার পেয়ে যাবে। তাদের কথাগুলো হজম করার পর আমি আমার বন্ধুর শরনাপন্ন হলাম, এবং বললাম তাদের খাবার দিয়ে দেয়া উচিত, যদিও সে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলল। অবশেষে ৭০% অতিথি এসে পৌঁছল রাত ৯ - ৯:৩০ মধ্যে।

এতো গেল একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ঘটে যাওয়া কিছু কথা। এভাবে অনেক অনুষ্ঠানই নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশ বিলম্বে শুরু হয়। সেটা ঘরেই হোক বা ঘরের বাইরে হোক। এছাড়া, বাংলাদেশ থেকে আগত বিভিন্ন শিল্পীদের সন্মানে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলোও এ রীতির বিপরীত নয়। বেশিরভাগ অনুষ্ঠানই দেড় থেকে দুইঘন্টা দেরিতে শুরু হওয়া অভ্যাসে বা নিয়মে পরিণত হয়েছে। সিডনিতে এমনও কিছু প্রোগ্রাম হয়েছে, যেগুলো তিন থেকে চার ঘন্টা বিলম্বেও শুরু হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিবৃতি, দর্শক দেরি করে আসে বিধায় তাদের দেরি করে প্রোগ্রাম শুরু করতে হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় অনুষ্ঠান শুরুর আগে বক্তৃতা পর্বের মাধ্যমে যে গোটা কয়েকজন দর্শকের উপস্থিতি হয়েছে তাদের সান্ত্বনা দেয়া হয়। আবার কখনো কখনো দেখা যায় বিলম্বে হলেও দর্শকদের একটা বৃহৎ অংশের আবির্ভাব ঘটলেও মূল অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে অনেকেই বাইরে দাঁড়িয়ে জমজমাট আড্ডা মারছে।

আমার এ দীর্ঘ লেকচারের মানে এই নয় যে আমি নিজেও এদের সবগুলো মেনে চলছি। আমি যখন সিডনিতে প্রথম আসি তখন কারো মাধ্যমে জেনে স্থানীয় একটি ক্লাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে যাই। তখন আমার নিজের গাড়ি না থাকায় পাবলিক ট্রান্সপোর্টে সেখানে যেতে হয়েছিল। আমি সেখানে প্রায় ১০/১৫ বিলম্বে পৌঁছি। তাই একটু বিব্রত বোধ করছিলাম দেরি করে ফেলার জন্য। কিন্তু অনুষ্ঠানস্থল পৌঁছার পর দেখি অন্য কাহিনী। ক্লাবের দরজায় তালা ঝুলছে। ত্রি-সীমানায় কোনো কাঁক-পক্ষী পর্যন্ত নেই। তখন মনে মনে ভাবলাম আমি হয়তোবা ভুল দিনে এসেছি। এতদূর পথ পাড়ি দিয়ে আসলাম তাই হুট করে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিয়ে ভাবলাম একটু ঘুরে আসি। এরপর প্রায় আধাঘন্টা পর যখন আসি তখন দেখি ক্লাবের সামনে দুজন ভদ্রলোক বিড়ি টানছেন। তাদের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলল সবাই কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। তাদের ভাব ভঙ্গিমা দেখে মনে হল দেড়-দুই ঘন্টা বিলম্বে শুরু হওয়া কোনো ব্যাপারইনা। তারপর কথাবার্তার এক পর্যারে তারা বলল আমাদের দেশীয় অনুষ্ঠানে সময়মত আসলে জীবনে পিছিয়ে পড়ব, অর্থাৎ সময়ের অবমূল্যায়ন ছাড়া আর কিছুই না। তাই তাদের মতে, যে কোনো অনুষ্ঠানে কমপক্ষে এক থেকে দেড় ঘন্টা পর উপস্থিত হওয়া উচিত। অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছি বেশি দিন হয়নি, তাই তাদের কথাগুলো তখন খুব বেশি গুরুত্ব না দিলেও পরবর্তীতে পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমিও কিছু কিছু অনুষ্ঠান বা মিটিংয়ে বিলম্বে পৌঁছি।

দেরি করে হলেও বানিজ্যিক অনুষ্ঠানে পয়সার টানে দর্শকরা কোনো এক সময় অনুষ্ঠানস্থলে এসে পৌঁছলেও পারিবারিক অনেক অনুষ্ঠান আয়োজন করে অনেক পরিবারকেই বিরূপ মন্তব্য করতে শুনেছি। তাদের মতে উয়াদা করেও একটা বিশাল অংশ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকে। আবার কিছু কিছু পরিবার আছে যাদেরকে অনুষ্ঠান চলাকালীন ফোন না করলে আসে না। কেউ কেউ অনুষ্ঠানের পর ফোন করে অনুষ্ঠানে না আসতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। সত্যি কথা বলতে কী এ বিষয়গুলো নিতান্তই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে ইচ্ছে করলেই এ থেকে সবাই পরিত্রাণ পেতে পারে। মানুষের সমস্যাতো থাকতেই পারে। কেউ যদি অনুষ্ঠানে আসতে না চায় বা আসতে না পারে, আগে থেকে সুন্দরভাবে দুঃখ প্রকাশ করে বলে দিলেইতো হয়ে যায়। এতে কারো কোনো প্রকার আক্ষেপ থাকবে না। বিনা কারণে না আসার ফলে একদিকে যেমন দুটো পরিবারের সম্পর্কের কিছুটা হলেও অবনতি হতে পারে, আরেকদিকে হতে পারে খাবারের অপচয়। বাংলাদেশে এরকম হলে ভিন্ন কথা। কারণ আমাদের দেশে খাবার লোকসান হবার সম্ভাবনা কম। গরীব লোক বা ফকির মিস্কিনদের তা দিয়ে পুষিয়ে নেয়া যায়, কিন্তু এ দেশে পুরোটায়ই যায় রাবিশ বিনে। তাছাড়া মজার বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের তুলনায় বেশি লোক সমাগম হয়। আমাদের সকলের স্বরন রাখা উচিত যারা এভাবে উয়াদা ভঙ্গ করছে, তারা যখন মানুষকে ঠিক একই ধরনের অনুষ্ঠানে দাওয়াত করবে তখন যদি কেউ কেউ বিনা কারণে অনুপস্থিত থাকে তখন তাদের কেমন লাগবে। "Tit for tat" প্রবাদ প্রবচনটি নিজের ঘাড়ে পড়ার আগেই সকলের সাবধান হওয়া উচিত।

অন্যদিকে দেরি করে আসার ফলে ক্লাব বা ভেন্যু কর্তৃপক্ষের সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে যেমন সমস্যা হয়, তেমনি আয়োজকদের ভুগান্তিরও সীমা থাকে না। কারণ আয়োজকরা নির্দ্দিষ্ট একটি সময়ের উপর ভিত্তি করে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুষ্ঠানস্থল ভাড়া নেয়। অপ্রিয় হলেও নিতান্তই কিছু সত্য ঘটনা

শুনেছি যে, সিডনিতে কিছু ভেন্যু কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র কিছু নৈতিক ভুলের জন্য বাংলাদেশীদের নিকট ক্লাব বা স্থান ভাড়া দিতে আপত্তি করে। যদিও আমরা এগুলো মানতে না পারার কারণস্বরূপ বিভিন্ন অজুহাত এনে দাঁড় করি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো গ্রহণযোগ্য হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিত্তিহীন। যদি অষ্ট্রেলিয়ান, ইয়োরোপিয়ান বা জাপানিজরা এগুলো মেনে চলতে পারে, আমরা কেন পারব না? দেরি করে এসে দেরিতে বাড়ি ফেরার মধ্যে যদি মজা পাওয়া যায়, সঠিক সময়ে এসে যথাসময়ে বাড়ি ফেরার মধ্যে মজার অভাব কোথায়? এর ফলে কারোরই অতিরিক্ত সময় অপচয় হচ্ছে না। ৭টার অনুষ্ঠান ৯টায় শুরু করে ১২টায় শেষ না করে, ৭টায়-ই শুরু করে ১০টায় সম্পন্ন করার মধ্যে সমস্যা কোথায়?

যেহেতু সমস্যাগুলো পুরোনো এবং এদের উৎপত্তি একদিনে হয়নি, সেহেতু সমাধানও একদিনে সম্ভব নয়। তাই অন্যের দিকে না তাকিয়ে আমি যদি নিজেই নিজেকে শুধ্রে নেই, হয়তো কোনো একদিন আমরা এ দুর্যোগ থেকে মুক্তি পেতে পারব। কেউ যদি ভুল করে সময়ের অবমূল্যায়ন করে বদঅভ্যাসের আশ্রয় নিতে পারে, তাহলে সঠিক রাস্তায় চলে সুঅভ্যাসের পথ অনুসরণ করতে দোষের কি? একসময় দেখা যাবে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সকলে নিয়ম মানছে। কারন কথায় আছেনা, ‘মানুষ অভ্যাসের দাস’।

বিঃ দ্রষ্টব্যঃ আমার এ আর্টিক্যলটি কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে ঈঙ্গিত করে লেখা হয়নি। আমার নিজ চোখে দেখা কিছু ঘটনা এবং কিছু কাছের মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকেই এটি লেখা। আশা করছি আর্টিক্যলটির কোনো অংশ কেউ ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না। ধন্যবাদ।

arifurk2004@yahoo.com.au